

**RvZxq gvbevwaKvi Kwgkb**

(2009 mv‡ji RvZxq gvbevwaKvi Kwgkb AvBb Øviv cÖwZwôZ GKwU mswewae× ¯^vaxb ivóªxq cÖwZôvb)

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, XvKv-121৫

B-‡gBjt [nhrc.bd@gmail.com](mailto:nhrc.bd@gmail.com)

¯§viK bs: এনএইচআরসিবি/‡cÖm:weÁ:/ -২৩৯/১৩- ৮৭ তারিখঃ 04 এপ্রিল ২০২০

**প্রেস বিজ্ঞপ্তি-**

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর আলোকে কমিশন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছে এবং অসঙ্গতিসমূহ তুলে ধরে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করছে।

      আশার কথা হলো, করোনা ভাইরাসের এই মানবিক বিপর্যয়ের মুখে বিপাকে পড়া দিনমজুর ও ছিন্নমূল মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে সরকার, বেসরকারি সংগঠন ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ। খাদ্য সংকটে পড়া মানুষের বাড়িতে গিয়ে বা বিভিন্ন জায়গায় তাদের রান্না করা খাবার বা ত্রাণ- সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। তবে গণমাধ্যমের সচিত্র প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাবে অপরিকল্পিতভাবে ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে। এভাবে সঠিক ব্যক্তির কাছে যেমন ত্রাণ পৌঁছাচ্ছে না অন্যদিকে জনসমাগমের মাঝে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণে দূরত্ব বজায় না রেখে ত্রাণ বিতরণের ফলে বাড়ছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি। ত্রাণ বিতরণকে কেন্দ্র করে রাস্তায় রাস্তায় শত শত মানুষের উপস্থিতির পরিবর্তে কর্মহীন অনাহারী মানুষের বাড়িতে বাড়িতে খাবার সরবরাহকরে ভাইরাস সংক্রমণকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করা যায়।

    বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে মানুষকে ঘরে থাকার লক্ষ্যে অতি জরুরী ভিত্তিতে কর্মহীন ভাসমান মানুষের তালিকা প্রণয়ন করে তাদের বাড়িতে বাড়িতে রান্না করা খাবার বা ত্রাণ-সামগ্রী প্রেরণের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানায় কমিশন।

ধন্যবাদান্তে,



ফারহানা সাঈদ

জনসংযোগ কর্মকর্তা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ